দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ 13 SEP 1998
পৃঃ কলাম ৭

প্রস্তাবিত শিক্ষানীতিতে যা থাকবে

বাংলাদেশের সংবিধানের ১৭ নম্বর অনুচ্ছেদে "প্রজাতন্ত্রের শিক্ষানীতির মর্মকথা বিধৃত রয়েছে। সংবিধানে সমাজের প্রয়োজনের সঙ্গে শিক্ষাকে সঙ্গতিপূর্ণ করে গণমুখী ও সর্বজনীন যে শিক্ষা ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার কথা বলা হয়েছে তাতে জনগণের আশা-আকাঙক্ষা, দেশের ইতিহাস, সংস্কৃতি, মূল্যবোধ, ধর্মীয় বিশ্বাস, স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনা প্রতিফলিত হবে— এটাই প্রত্যাশিত। শিক্ষাকে সমকালীন বিশ্বের জ্ঞানপ্রবাহের তুল্যমানে উন্নীত করতে হলে আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার মৌলিক ও গুণগত পুনর্বিন্যাস প্রয়োজন। এ প্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য রেখে যুগোপযোগী ও গ্রহণযোগ্য শিক্ষানীতি প্রণয়নের প্রচেষ্টা চলছে। কি আছে প্রস্তাবিত শিক্ষানীতির মাধ্যমিক স্তরের সুপারিশমালায়? তা নিয়েই এ প্রতিবেদন ঃ

মাধ্যমিক স্তর

প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থায় ষষ্ঠ থেকে দশম শ্রেণী পর্যন্ত বলা হয় মাধ্যমিক স্তর। কিন্তু জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটি মাধ্যমিক স্তর নির্ধারণ করেছে নবম থেকে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত চার বছর। বর্তমানে দেশে ৯ হাজার ৬শ' ৬৩টি মাধ্যমিক বিদ্যালয় রয়েছে। এসব মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণী খোলার

শরিফুজ্জামান পিন্টু

সুপারিশ করা হয়েছে। পাশাপাশি ৬শ' ৩টি উচ্চ মাধ্যমিক কলেজে নবম ও দশম শ্রেণী খুলতে হবে। দশম শ্রেণীর পর প্রচলিত নিয়মে পাবলিক পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে না। দশম শ্রেণীর পর যে বহির্পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে তার নাম হবে মাধ্যমিক প্রথম পর্ব। এ পরীক্ষার ফলাফলের সঙ্গে অন্তর্পরীক্ষার ফলাফল সমন্বিত করে চূড়ান্ত ফলাফল নির্ধারণ করা হবে। দ্বাদশ শ্রেণী শেষেও অনুরূপ একটি বহির্পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। এর নাম হবে মাধ্যমিক দ্বিতীয় পর্ব। এ পরীক্ষার ফলাফলের সাথেও অন্তর্পরীক্ষার ফলাফলের সমন্বয় হবে। দশম ও দ্বাদশ শ্রেণীতে পাবলিক পরীক্ষা অর্থাৎ এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষা থাকবে না। পরীক্ষার মূল্যায়ন হবে গ্রেডিং পদ্ধতিতে। প্রথম পর্ব অর্থাৎ দশম শ্রেণীর বহির্পরীক্ষা এবং দ্বিতীয় পর্ব অর্থাৎ দ্বাদশ শ্রেণীর বহির্পরীক্ষা এবং এ দুই স্তরের অন্তর্পরীক্ষার ফলাফল সমন্বয়ে মাধ্যমিক স্তরের চূড়ান্ত ফল নির্ধারিত হবে। শিক্ষার মাধ্যম হবে বাংলা। মাধ্যমিক স্তরে শিক্ষক ও শিক্ষার্থী অনুপাত হবে ১ ঃ ৪০। শিক্ষানীতিতে ক্যাডেট কলেজগুলোতে মেধার ভিত্তিতে ছাত্রভর্তির সুযোগ দেয়ার সুপারিশ করা হয়েছে। তাছাড়া ক্যাডেট কলেজের ব্যয় নির্বাহ হবে সামরিক বাজেট বরাদ্দ থেকে। প্রাইভেট টিউশনি ও কোচিং সেন্টার বন্ধের সুপারিশ করা হয়েছে।

মাধ্যমিক স্তরে সাধারণ শিক্ষা, মাদ্রাসা শিক্ষা ও বৃত্তিমূলক শিক্ষাধারায় নির্ধারিত অভিন্ন শিক্ষাক্রম অনুসরণ করতে হবে। মাধ্যমিক শিক্ষার নবম-দশম শ্রেণীর জন্য সাধারণ শিক্ষা বিভাগে থাকবে বিজ্ঞান, মানবিক ও ব্যবসা শিক্ষা শাখা। প্রতি শাখার জন্য আবশ্যিক বিষয়সমূহে থাকবে ৬০০ নম্বর। এছাড়া প্রতি শাখায় ৩০০ নম্বরের তিনটি বিষয় নিতে হবে। একটি করে ১০০ নম্বরের নৈর্বাচনিক আবশ্যিক প্রযুক্তি বিষয় থাকবে। এছাড়াও প্রতি শাখায় থাকবে ১০০ নম্বরের একটি ঐচ্ছিক বিষয়। মাধ্যমিক স্তরের একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণীতে সাধারণ শিক্ষা বিভাগে সকল শিক্ষার্থীর জন্য আবশ্যিক বিষয় ৪০০, নৈর্বাচনিক বিষয় ৬০০ এবং প্রযুক্তি শিক্ষা ১০০, মোট ১১০০। বিজ্ঞান, মানবিক ও ব্যবসায় শিক্ষা শাখায় বাংলা ২০০ এবং ইংরেজী ১০০, মোট ৩০০ সবার জন্য নির্ধারিত থাকবে। মাধ্যমিক শিক্ষা স্তর সাধারণ শিক্ষার সর্বশেষ পর্যায় হিসাবে বিবেচিত হবে। এই স্তরের শিক্ষাই হবে বিভিন্ন বিভাগে উচ্চশিক্ষা গ্রহণের ছাড়পত্র। মাধ্যমিক শিক্ষার গুণগতমানের ওপর উচ্চশিক্ষার সুযোগ নির্ভর করবে। এই স্তরের শিক্ষা শেষে মেধা অনুযায়ী শিক্ষার্থীদের বাছাই করার পর উচ্চশিক্ষার বিভিন্ন ধারায় প্রবেশের সুযোগ ঘটবে। যারা ওপরের দিকে যেতে চাইবে না তারা বৃত্তিমূলক শিক্ষাকে অবলম্বন করে কাজে লেগে পড়বে। কাজেই মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষায় যেমন একদিকে থাকবে জ্ঞানরাজ্যের বিভিন্ন ধারার সমাহার, অন্যদিকে থাকবে জীবন ও জীবিকা-নির্ভর হাতে-কলমে শিক্ষা ব্যবস্থা।